[2021] 9 এস. সি. আর. 602
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা
বনাম
অমৃতা সিনহা
(2021 সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর 7640-7641)
11 ডিসেম্বর, 2021
[ড. ধনঞ্জয় ওয়াই. চন্দ্রচূড় এবং এ. এস. বোপান্না,বিচারপতিদ্বয়]

পরিষেবা / কৃত্যক আইন সহানুভূতিশীল নিয়োগ-আদেশ হয়েছেঃ এর মধ্যে সহানুভূতিশীল নিয়োগের দাবির মূল্যায়ন করে, কর্তৃপক্ষের পক্ষে চাকরিতে থাকাকালীন মৃত্যুর পরে পরিবারের আর্থিক অবস্থা মূল্যায়ন করার জন্য উন্মুক্ত-যদি এই প্রকল্পে প্রয়োজন হয় যে সহানুভূতিশীল নিয়োগের আবেদনের যোগ্যতার মূল্যায়নে পারিবারিক পেনশন অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে, তবে তা অনুসরণ করতে হবে- পরিষেবা / কৃত্যক আইন-সহানুভূতিশীল নিয়োগ-এর প্রকৃতি-আদেশ হয়ঃ এটি কোনও অধিকারের বিষয় নয়, বরং কর্মচারীর মৃত্যুর ফলে উদ্ভূত তাৎক্ষণিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পরিবারকে সক্ষম করার জন্য।

দেওয়ানী আবেদন এক্তিয়ারঃ দেওয়ানি আপিল নং 7640- 7641 2021 সাল থেকে।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের 26.04.2018 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে 2017 সালের ডব্লিউ. পি. নং 15982 এবং 2017 সালের ডব্লিউ. এম. পি নং 17280-এ ।

শ্রীমতী মাধবী দিওয়ান, এ. এস. জি, এস. এস. রিজভী, শ্রীমতী বৈশালী বর্মা, শ্রীমতী সীমা বেনগানি, অরবিন্দ কুমার শর্মা, আইনজীবীরা আবেদনকারীদের জন্য।

রবিন মজুমদার, আইনজীবী উত্তরদাতার জন্য।

আদালত কর্তৃক নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছিলঃ

আদেশ

1. বিলম্ব ক্ষমা করা হয়েছে।

2. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

3. মাদ্রাজের হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ 2018 সালের 26শে এপ্রিল তার রায়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইবুনেলের রায় ও আদেশকে নিশ্চিত করেছে, আবেদনকারীদের ট্রাইবুনেলের নির্দেশ দিয়েছে

ট্রাইবুনেল

2014-2015 সালের শূন্যপদে তার যোগ্যতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পদের জন্য সহানুভূতির ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য বিবাদীর দাবি পুনর্বিবেচনা করুন।

4. উত্তরদাতার স্ত্রী ভারতীয় বিমান বাহিনীতে সার্জেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চাকরি চলাকালীন, 2008 সালের 6ই জানুয়ারি তিনি ক্যান্সারের কারণে মারা যান, তিনি উত্তরদাতা এবং দুটি নাবালক সন্তানকে রেখে যান। আবেদনকারী পক্ষ থেকে একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল সহানুভূতিশীল নিয়োগ, কিন্তু, 2011 সালের 17ই ফেব্রুয়ারি তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। 2014 সালের 11ই ফেব্রুয়ারি দায়ের করা একটি পরবর্তী আবেদনও 2015 সালের 16ই জুন এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যে, উত্তরদাতা যোগ্যতা পয়েন্ট অর্জন করেছিলেন যা তাকে সহানুভূতিশীল হতে সক্ষম করেনি নিয়োগ।

5. ভারত সরকার কর্তৃক কর্মী, জন-অভিযোগ এবং পেনশন মন্ত্রণালয় (কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগ) 1998 সালের 9 অক্টোবর "কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সহানুভূতিশীল নিয়োগের পরিকল্পনা" শিরোনামে একটি OM2 জারি করে। 2010 সালের 22 জানুয়ারী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ভারত সরকার "নির্বাচনের জন্য সহানুভূতিশীল নিয়োগের আপেক্ষিক যোগ্যতা, পয়েন্ট এবং সংশোধিত পদ্ধতির পরিকল্পনা" শীর্ষক একটি OM4 জারি করে। এর পরে 14 মে 2010 তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরেকটি OM5 প্রকাশিত হয়।

6. স্বামীর মৃত্যুর পর, উত্তরদাতা প্রতি মাসে 8,265 টাকা পারিবারিক পেনশন পেয়েছিলেন। মোট টার্মিনাল সুবিধাগুলি যা উত্তরদাতাকে প্রদান করা হয়েছিল তার পরিমাণ ছিল 22,91,568 টাকা । সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য উত্তরদাতার মামলাটি মূল্যায়ন করা হয়েছিল এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মাথার অধীনে যোগ্যতা পয়েন্ট বরাদ্দ করা হয়েছিল। তবে, উত্তরদাতা বলেন যে, উপরের এফ হারে পারিবারিক পেনশন 7ই জানুয়ারি 2008 থেকে 6ই জানুয়ারি 2018 পর্যন্ত প্রদেয় ছিল, যার পরে পেনশনের পরিমাণ প্রতি মাসে 4,959 টাকায় নেমে আসবে। এই ভিত্তিতে, প্রতিবাদী ট্রাইব্যুনালের কাছে জমা দিয়েছিলেন যে পারিবারিক পেনশনের প্রধানের বিরুদ্ধে 10-এর পরিবর্তে তাকে 16টি যোগ্যতা পয়েন্ট দেওয়া উচিত ছিল। ট্রাইব্যুনাল পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই ভিত্তিতে সহানুভূতিশীল নিয়োগের অস্বীকার যে মামলার বিবেচনার তারিখে উত্তরদাতা মাসিক 8,265 টাকা পেনশন নিচ্ছেন তা

---

2 ও. এম নং 14014/6/94- (ডি) নয়

3 " এমওডি "

4 F.No.19 (3/2009/ডি) (ল্যাব)

5 F.No.19 (3/2009/ডি) (ল্যাব)

একজন মৃত কর্মচারীর প্রদত্ত পরিষেবার জন্য ন্যায্য পেনশন প্রদান করা হয়। অধিকন্তু, ট্রাইব্যুনাল উল্লেখ করেছে যে পেনশনের পরিমাণ 7 জানুয়ারী 2018 থেকে প্রতি মাসে 4,959 টাকায় হ্রাস পাবে এবং যেহেতু মৃত কর্মচারী মারাত্মক অসুস্থতার কারণে মারা গিয়েছিলেন, তাই পরিবারটি "ঋণগ্রস্ত হতে পারে" এবং "তার চিকিৎসার জন্য সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে", একই সময়ে, পর্যবেক্ষণ করে যে এটি ছিল না। সেই দিকগুলিতে যাওয়া। এই ভিত্তিতে, প্রত্যাখ্যানের চিঠিটি বাতিল করা হয় এবং আবেদনকারীদের মামলাটি পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেওয়া হয়। হাইকোর্ট ট্রাইব্যুনালের রায়কে সমর্থন করে বলেছে যে কর্তৃপক্ষ মাসিক আয়ের মধ্যে পারিবারিক পেনশনকে বিবেচনায় নেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছে, কারণ এটি 2018 সালের 7ই জানুয়ারি থেকে অর্জিত নিয়মিত পেনশনকে বিবেচনা করে এর পরিবর্তে উত্তরদাতার দ্বারা অর্জিত একটি অস্থায়ী আয় ছিল।

7. আমরা আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রীমতি মাধবী দিওয়ান এবং উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী রবিন মজুমদারকে শুনেছি।

8. শ্রীমতী মাধবী দিওয়ান বলেন যে, উত্তরদাতার মামলাটি ওএম-এর পরামিতিগুলির মধ্যে কঠোরভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং যোগ্যতা পয়েন্ট বরাদ্দ করা হয়েছিল। এটি অনুরোধ করা হয়েছে যে আবেদনটি বিবেচনার তারিখ হিসাবে অর্জিত পারিবারিক পেনশন এবং এই সত্যটি বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষকে ন্যায়সঙ্গত করা হয়েছিল যে দশ বছর পর পেনশন প্রদান হ্রাস করা হবে, যা এই প্রকল্প অনুযায়ী যোগ্যতা পয়েন্ট পুনর্বণ্টন করার ভিত্তি হবে না। এছাড়াও, অনুরোধ করা হয়েছিল যে, 2011 সালের 17ই ফেব্রুয়ারি উত্তরদাতার দাবি ইতিমধ্যেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য নতুন দাবি করার পরেও, নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এর মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং উত্তরদাতার সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে নিয়োগের অধিকার নেই।

9. অন্যদিকে, উত্তরদাতার পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছে যে, উত্তরদাতার মামলাটি ছিল যে তাকে যে যোগ্যতা পয়েন্টগুলি বরাদ্দ করা হয়েছিল তা ভুলভাবে গণনা করা হয়েছিল এই সত্যটি বিবেচনা করে যে প্রতি মাসে 8,265 টাকা পারিবারিক পেনশন যা হয়ে যায় 2008 সালের 7ই জানুয়ারি থেকে প্রদেয় অর্থ 7ই জানুয়ারি 2018 থেকে প্রতি মাসে 4,959 টাকায় পুনর্বিবেচনা করা হবে। শ্রী রবিন মজুমদার ট্রাইবুনেলের রায়ের উপর নির্ভর করে আবেদন করেছেন যে, উত্তরদাতার আর্থিক অবস্থার প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে আদালত মানবিক ভিত্তিতে ট্রাইবুনেলের রায়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

10. প্রতিদ্বন্দ্বী দাখিলগুলি মূল্যায়ন করার সময়, প্রথমেই ট্রাইব্যুনালের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ হাইকোর্ট ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টিভঙ্গিকে ভুলের শিকার না হওয়ার জন্য রায় দিয়েছে। নীতিগত নথির অধীনে, যা করুণামূলক নিয়োগের মামলা বিবেচনার জন্য প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করে, বিভিন্ন শিরোনামে পয়েন্ট প্রদান করা হয়। মেধা পয়েন্ট প্রদানের সময় বিবাদীকে প্রদেয় মাসিক পেনশন বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল। তবে, ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে পেনশন কর্মচারীর দ্বারা প্রদত্ত অতীতের চাকরির জন্য প্রদান করা হয় এবং তাই, সেই ভিত্তিতে করুণামূলক নিয়োগ অস্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত ছিল না। ট্রাইব্যুনালের এই যুক্তি ভুল। নিঃসন্দেহে, পেনশন কোনও অনুগ্রহমূলক কাজ নয়, বরং একজন কর্মচারীর দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার প্রতি। যাইহোক, করুণামূলক নিয়োগের দাবি মূল্যায়ন করার সময়, কর্তৃপক্ষের কাছে চাকরিতে থাকাকালীন মৃত্যুর পরে পরিবারের আর্থিক অবস্থান মূল্যায়ন করার সুযোগ রয়েছে। করুণামূলক নিয়োগ কোনও অর্পিত অধিকার নয়। এটি প্রদান করা হয়েছে যাতে একটি পরিবার তার চাকরিরত অবস্থায় তার বেতনভোগীর মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে। যদি এই প্রকল্পের জন্য আবেদনের যোগ্যতা মূল্যায়নের সময় পারিবারিক পেনশন বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়, তাহলে তা অনুসরণ করতে হবে।

11. বর্তমান ক্ষেত্রে, পারিবারিক পেনশন যা আবেদন বিবেচনা করার তারিখ হিসাবে প্রদেয় ছিল তা অ্যাকাউন্টে নেওয়া হয়েছে। এক দশক পর নীতির পরিপ্রেক্ষিতে পেনশন পুনর্বিবেচনার জন্য প্রস্তুত থাকার বিষয়টি সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য আবেদন বিবেচনা করার তারিখে পারিবারিক পেনশনের জন্য যে পেনশন প্রদান করা হচ্ছিল তা বাতিল করার কারণ ছিল না।

12. সহানুভূতিশীল নিয়োগ কোনও অধিকারের বিষয় নয়, বরং কর্মচারীর মৃত্যুর ফলে উদ্ভূত তাৎক্ষণিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পরিবারকে সক্ষম করার জন্য। সরকারের নীতিতে যদি বলা হয় যে, পারিবারিক পেনশন দশ বছরের জন্য প্রদান করা হবে এবং তার পরে তা সংশোধন করতে হবে, তা হলে বলা যাবে না যে, বর্তমান পেনশন প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ একটি বহিরাগত পরিস্থিতি বিবেচনা করেছে। সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য সমস্ত আবেদনকারীর ক্ষেত্রে একই মানদণ্ড সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়।

13. হাইকোর্ট ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিশ্চিত করেছে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, উত্তরদাতাকে যে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে তা অস্থায়ী প্রকৃতির এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যোগ্যতা পয়েন্ট প্রদানের সময় ভুলভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। যুক্তির এই লাইন

হাইকোর্টও ট্রাইব্যুনালের মতোই ভুল। পারিবারিক পেনশনের অর্থ প্রদান কোনও অস্থায়ী পরিমাণ ছিল না, তবে, স্পষ্টতই প্রযোজ্য পরিষেবা বিধি অনুসারে ছিল। উত্তরদাতার আবেদনটি প্রাথমিকভাবে 2011 সালে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং তারপরে, 2014 সালে আবার পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল। সুস্পষ্ট স্বেচ্ছাচারিতার কোনও মামলার অনুপস্থিতিতে, আমাদের অভিমত হল যে, প্রযোজ্য নির্দেশিকাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত মূল্যায়নে হাইকোর্ট বা ট্রাইব্যুনালের হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ ছিল না। উপরন্তু, আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে সহানুভূতিশীল নিয়োগের অনুমোদন এই ধরনের পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অনুসারে হবে না।

14. উপরের কারণগুলির জন্য, আমরা আপিলের অনুমতি দিই এবং 2018 সালের 26শে এপ্রিল হাইকোর্টের সি বিতর্কিত রায় ও আদেশ বাতিল করে দিই। এই পরিস্থিতিতে উত্তরদাতার দায়ের করা ও. এ খারিজ হয়ে যাবে।

15. মুলতুবি থাকা আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়।

আপিল অনুমোদিত।

বিভূতি ভূষণ বোস

---

6 ওএ নম্বর 310/01721/2015

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।